بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮ মে, ২০২১ মোতাবেক ২৮ হিজরত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (সূরা নূর: ৫৬-৫৭)

এই আয়াতগুলোর অনুবাদ হলো, তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন; আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের সেই ধর্মকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর একে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (আর) আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপরও যারা অস্বীকার করবে তারাই হবে দুষ্কৃতকারী। আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং (এই) রসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়।

গতকাল ছিল ২৭ মে, যাকে আমরা 'খিলাফত দিবস' নামে স্মরণ রাখি। খিলাফত দিবস উপলক্ষ্যে জামা'তে জলসাও অনুষ্ঠিত হয়, যাতে জামা'তের ইতিহাস এবং খিলাফতের প্রেক্ষাপটে আমরা নিজেদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকি আর খিলাফতের বয়আত করার পর সেসব দায়িত্ব পালন করি, যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে থাকি। এটি আমাদের প্রতি খোদার অনুগ্রহ যে, আমরা এ যুগে তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষকে মেনেছি, যাঁকে তিনি ইসলামের সত্যিকার শিক্ষামালা অবহিত করার জন্য আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন। তাঁর (তিরোধানের) পর (আমরা) খলীফার হাতে বয়আত করেছি যাতে সেই শিক্ষার বাস্তবায়ন নিজেদের জীবনে ঘটাতে পারি– যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দিয়েছেন আর এরপর তা বিশ্বময় প্রচার করি। অতএব, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া প্রত্যেক আহমদীর ওপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যস্ত করে। আমরা যদি এই দায়িত্ব পালন করি তবেই আমরা সেই অনুগ্রহের যথাযথ মর্যাদা দিতে সক্ষম হব যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি করেছেন।

এই যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি তাতে যেখানে আল্লাহ্ তা'লা দৃঢ়তা দানের, ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে এই প্রতিশ্রুতি

পূরণের শর্ত হলো, দৃঢ় ঈমানের অধিকারী হও, সৎকর্মশীল হও, ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হও আর আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমাদের মাঝে যেন কোন প্রকার শির্‌ক না থাকে। আর এসব কিছু অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত ও নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা ইবাদতের যে রীতি বাতলে দিয়েছেন সে অনুসারে নামায আদায়কারী হও। আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় খরচ করাও একান্ত আবশ্যক; আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয়কারী হও। এছাড়া রসূলের আনুগত্য করাও অপরিহার্য, তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালনকারী হও।

কাজেই, এসব বিষয় যদি আমরা স্মরণ রাখি এবং নিজেদের জীবনকে এর আলোকে গড়ার চেষ্টা করি আর ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি, এর ওপর সত্যিকার অর্থে যদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করি, কেবল তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার সেসব পুরস্কারের ভাগিদার হতে পারব যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন আর তখনই আমরা খিলাফতরূপী নেয়ামত হতে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারব। অতএব এ আয়াতটি মু'মিনদের জন্য অনেক বড় একটি সুসংবাদ (বহনকারী আয়াত), কিন্তু একই সাথে এটি আমাদের জন্য চিন্তার খোরাকও যুগিয়েছে। কেননা যেসব শর্ত রয়েছে সেগুলো যদি পরিপূর্ণরূপে পালন না করা হয় তাহলে এই পুরস্কার হতে সত্যিকার কল্যাণ লাভ করতে পারব না। যদি নামায, যাকাত ও আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং বান্দার অধিকার প্রদান করা না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করতে পারব না যেমনটি কিনা (আয়াতে) বলা হয়েছে। অতএব কেবল নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং 'খিলাফত দিবস' পালন করা যথেষ্ট নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সত্যিকার বান্দা হয়ে যাব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিজেদের নামাযের হিফাযতকারী হব, বান্দার অধিকার এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদানকারী হব; ততক্ষণ পর্যন্ত খিলাফত দিবস পালন করা কোন উপকার সাধন করতে পারে না। অতএব আমাদের ঈমানের অবস্থা কেমন এ বিষয়ে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা আবশ্যক। আমাদের মাঝে কি আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতি আছে? আমরা কি তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলোতে বিচরণ করি? আমরা কি আল্লাহ্ তা'লাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি? আমারা কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী? আর একই সাথে নিজেদের কর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত যে, আমাদের প্রতিটি কর্ম কি ইসলামের সত্যিকার শিক্ষাসম্মত? আমাদের আমল লোকদেখানো নয়তো? আমাদের নামায মানুষকে দেখানোর নামায নয়তো? আমাদের সম্পদ ব্যয় করা বা যাকাত দেয়া কোন লোকদেখানো বিষয় নয়তো? আমাদের রোযা কোথাও লোকদেখানো রোযা নয়তো? আমাদের হজ্জ কেবল হাজী বলার জন্য নয়তো? আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য তখন হবে এবং আত্মিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তা তখন লাভ হবে যখন আমাদের প্রতিটি কর্ম শুধুমাত্র খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে। তখনই সেই সমাজ খিলাফতের ছায়াতলে প্রতিষ্ঠিত হবে যখন আমাদের প্রতিটি কর্ম যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র ও বান্দার অধিকারপ্রদ হবে। অতএব কেবল বুলিসর্বস্ব হওয়া নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশকে সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, এ থেকে কেবল সেসব ঈমানদার ব্যক্তি কল্যাণমণ্ডিত হবে যারা সৎকর্মপরায়ণ হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের সাথে সৎকর্ম বা আমলে সালেহ্ যুক্ত করেছেন। বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি বা ঘাটতি না থাকাই হলো আমলে সালেহ্ বা পুণ্যকর্ম। স্মরণ রেখো! মানুষের কর্মে সর্বদা চোর হানা দেয়– তা কী? সেটি কোন্ চোর? সেগুলো হলো লৌকিকতা, অর্থাৎ মানুষ যখন একটি কাজ লোকদেখানোর জন্য করে; আত্মশ্লাঘা, অর্থাৎ কোন একটি কাজ করে বা কোন পুণ্য করেই মনে মনে উল্লসিত হয় যে, আমি অনেক নেক কাজ করেছি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মন্দকর্ম রয়েছে যেগুলো মানুষ অনেক সময় বুঝতেও পারে না, আরো বিভিন্ন পাপ রয়েছে যা তার হাতে সাধিত হয়। এর ফলে মানুষের কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম হলো তা যাতে সীমালঙ্ঘন, আত্মশ্লাঘা, লৌকিকতা, অহংকার এবং মানুষের অধিকার হরণের ধারণাও থাকে না। শুধু এটি নয় যে, (এসব) অপকর্ম করে নি, বরং তিনি (আ.) বলেন, তোমাদের মনে যেন সেগুলো করার ধারণাও দানা না বাঁধে। তখনই তোমরা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে এবং সৎকর্মপরায়ণ বলে আখ্যায়িত হবে। তিনি (আ.) বলেন, সৎকর্ম দ্বারা যেভাবে পরকালে রক্ষা পাওয়া যায় একইভাবে এ জগতেও রক্ষা পাওয়া যায়। তিনি (আ.) বলেন, পুরো বাড়িতে যদি এক ব্যক্তিও সৎকর্মপরায়ণ থাকে তাহলে পুরো বাড়ি রক্ষা পায়। জেনে রেখ! তোমাদের মাঝে যতদিন আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম না হবে, শুধু বিশ্বাস স্থাপন কাজে আসে না।

অতএব ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন,

সৎকর্ম আমাদের নিজেদের প্রস্তাবনা বা মনগড়া কর্মের নাম নয়। এমন নয় যে, আমরা কোন কাজকে সৎকর্ম আখ্যা দেব আর তা সৎকর্ম হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম হলো সেগুলো যাতে কোন প্রকার ত্রুটি বা ফাসাদ থাকবে না। কেননা 'সালেহ্' শব্দটি ফাসাদ-এর বিপরীত। যেভাবে খাদ্য তখন তৈয়্যব বা স্বাস্থ্যকর হয় যখন তা কাঁচাও হয় না আবার পোড়া-ও না, আর কোন তুচ্ছ শ্রেণির বস্তু হয় না, বরং এমন হয় যা তাৎক্ষণিকভাবে দেহাংশ হয়ে যায়। দেহের অংশে পরিণত হলে সেই খাদ্য হবে তৈয়্যব বা স্বাস্থ্যকর; যাতে কোন প্রকার ঘাটতি বা ত্রুটি থাকবে না। অনুরূপভাবে যা আবশ্যক তা হলো সৎকর্মেও যেন কোন প্রকার ত্রুটি বা ঘাটতি না থাকে। অর্থাৎ তা যেন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশসম্মত হয়, আল্লাহ্ তা'লা যে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী যেন কাজ করা হয়; অধিকন্তু তা যেন মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী হয়। অর্থাৎ তিনি (সা.) যা করেছেন এবং আমাদের করে দেখিয়েছেন– সে অনুযায়ী যেন হয়। এছাড়া তাতে যেন কোন প্রকার আলস্য না থাকে। অর্থাৎ সেই আমল করার ক্ষেত্রে কোন অলসতা যেন না থাকে, আত্মশ্লাঘা যেন না থাকে, লোকদেখানো ভাব যেন না থাকে। তা মনগড়াও যেন না হয়। কর্ম যখন এমন হবে তখন তা সৎকর্ম আখ্যায়িত হয়। অর্থাৎ সৎকর্মের মনগড়া সংজ্ঞা উদ্ভাবন করবে না, নিজে ব্যাখ্যা আরম্ভ করো না। ইচ্ছামতো এ কথা যেন বলা না হয় যে, এর উদ্দেশ্য এটি আর সেটি। বরং আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে সেটি হবে সৎকর্ম। এটি হলো 'কিবরিয়াতে আমর' অর্থাৎ অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। যদি এই অবস্থা অর্জিত হয়ে যায় তাহলে ধরে নিতে পার যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি থেকে কল্যাণ লাভকারী হতে পেরেছ। এরাই সেসব লোক যারা আহমদীয়া খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখার অঙ্গীকার পালনকারী; তারা নয় যারা নিজেদের স্বার্থের

প্রশ্ন আসলে ইচ্ছা মতো সৎকর্মের ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করে দেয়, মারূফ ফয়সালার নিজেরা তফসীর করা আরম্ভ করে দেয়। তাদের আমিত্ব তাদের ওপর প্রভুত্ব করে। এমন লোকদের খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ঘোষণা কোন উপকারে আসে না, যতই তারা বলুক না কেন যে, আমরা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যারা এ খিলাফতের একনিষ্ঠ অনুসারী ও আনুগত্যকারী হবে তারা-ই প্রকৃত অর্থে খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারী, খিলাফতের সুরক্ষাকারী আর খিলাফত তাদের সুরক্ষাকারী হয়। যুগ খলীফার দোয়া তাদের সাথে থাকে। তাদের কষ্ট যুগ খলীফাকে তাদের জন্য দোয়া করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়। এই সৎকর্ম সম্পাদনকারীরা-ই হলো তারা যাদের খিলাফতের সাথে সম্পর্ক আর খিলাফতের তাদের সাথে সম্পর্ক খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে।

অতএব এটি হলো সেই প্রকৃত খিলাফত, যাতে জামা'ত এবং খলীফার সম্পর্ক খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এটিই সেই খিলাফত যা দৃঢ়তা ও নিরাপত্তার কারণ হয়। সেসব সাধারণ সদস্য এবং যুগ খলীফার মাঝে এটিই সেই সম্পর্ক যা উভয়কে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজি লাভকারী বানায়। অন্যান্য মুসলমানরা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু জাগতিক কৌশল দ্বারা, জাগতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তাদের এসব কৌশল ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা তাদের কোন কাজে আসতে পারে না আর এভাবে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবও নয়, তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন। এখন খিলাফত সেভাবেই চলমান থাকবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন। অতএব এজন্য আমাদের মাঝে যেখানে কৃতজ্ঞতার চেতনা জাগ্রত হওয়া উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে আমাদের বিনত হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদেরকে খিলাফতের নিয়ামতে ভূষিত করেছেন, সেখানে আমাদের সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার ভীতি হৃদয়ে লালন করে নিজেদের কর্মের প্রতি স্থায়ী দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী হচ্ছে কিনা, আমাদের আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান আর বান্দাদের অধিকার প্রদানের মান আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত মান অনুযায়ী কিনা।

অতএব সকল আহমদীর প্রতিটি মুহূর্ত যেখানে আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতায় অতিবাহিত হওয়া উচিত যে, তিনি আমাদেরকে খিলাফতের নিয়ামতে ধন্য করেছেন, সেখানে নিজেদের আত্মপর্যালোচনায়ও অতিবাহিত হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ আমরা পালন করছি কিনা? আর যখন এই চিন্তাচেতনার সাথে আমরা জীবন অতিবাহিত করব এবং সে অনুযায়ী কাজ করব এবং খিলাফত যাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে সে উদ্দেশ্যে দোয়াও করতে থাকব– তখন আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কাররাজিরও উত্তরাধিকারী হতে থাকব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে একথাই বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাকে আশ্বস্তও করেছেন যে, খিলাফত-ব্যবস্থা চলমান থাকবে; আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে যেসব সুসংবাদ দিয়েছেন সেগুলো অবশ্যই পূর্ণ হবে– যদি আমরা সেসব শর্ত পূরণ করি। যেমন আল-ওসীয়্যত পুস্তিকায় তিনি খিলাফত-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। তিনি (আ.) বলেন, এটি খোদা তা'লার রীতি আর পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে তিনি সর্বদা এই রীতি প্রদর্শন করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলদের সাহায্য করে থাকেন এবং তাদেরকে বিজয় দান করেন, যেমনটি তিনি বলেছেন- كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (সূরা মুজাদেলা: ২২) অর্থাৎ খোদা তা'লা একথা লিখে রেখেছেন

যে, তিনি ও তাঁর নবীগণ বিজয়ী হবেন। আর বিজয়ের অর্থ হলো, খোদার 'হুজ্জত' (অর্থাৎ খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ ও রসূলদের সত্যতার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ) পৃথিবীতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হওয়া এবং কারো খোদার মোকাবিলা করতে না পারা-যেমনটি নবী ও রসূলদের বাসনা হয়ে থাকে। এভাবে খোদা তা'লা শক্তিশালী নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে তাদের (অর্থাৎ নবীদের) সত্যতা প্রকাশ করে দেন। যে সাধুতা তারা পৃথিবীতে বিস্তৃত করতে চান, তার বীজ তাদের হাতেই বপন করান। কিন্তু সেটির চূড়ান্ত পূর্ণতা তাদের হাতে ঘটান না, বরং এমন সময়ে তাদের মৃত্যু দিয়ে, যা বাহ্যত একপ্রকার ব্যর্থতার গ্লানিতে কলুষিত থাকে; বিরুদ্ধবাদীদের হাসিঠাট্টা, উপহাস ও বিদ্রুপের সুযোগ দেন। আর তারা যখন ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে নেয়, তখন তিনি নিজ কুদরত বা শক্তিমত্তার অপর রূপ প্রকাশ করেন এবং এমন উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেন যেগুলোর মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যাবলী পরিপূর্ণতা লাভ করে, যা কিছুটা অপূর্ণ রয়ে গিয়েছিল।

আমরা দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রয়াণ একদিকে যেমন প্রত্যেক আহমদীকে প্রকম্পিত করেছিল, অন্যদিকে অ-আহমদীরাও আনন্দ উল্লাস করেছে। তাঁর (আ.) মৃত্যুতে এমন সব অপলাপ করা হয়েছে যা শুনলে মনুষ্যত্ব লজ্জিত হয়। এমনসব অসঙ্গত কথাবার্তা বলা হয়েছে যে, মানুষ আশ্চর্য হয়, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের নাম নেয় তারা এতটা নীচেও নামতে পারে! এসব বাজে কথাবার্তা তো আমার বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাদের অন্যান্য কিছু অপচেষ্টার উল্লেখ আমি করছি যে, কীভাবে তারা তাঁর (আ.) তিরোধানের পর জামা'তকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে; কীভাবে তারা জামা'তের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার বিষয়ে এবং আহমদীদের আহমদীয়াত থেকে তওবা করার বিষয়ে মিথ্যা গুজব ছড়িয়েছে। যেমন, পীর জামাত আলী শাহ-এর মুরীদরা বলে যে, মির্যায়ীরা তওবা করে বয়আত করছে। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর আহমদীয়াত হতে তওবা করে (মানুষ) তাদের দলভুক্ত হচ্ছে। খাজা হাসান নিজামী সাহেব আহমদীদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, এখন আহমদীদের উচিত মির্যা সাহেবের মসীহ্ ও মাহদী হবার দাবিকে স্পষ্টভাবে পরিত্যাগ করা, নতুবা আশঙ্কা রয়েছে যে, মির্যা সাহেবের মতো বুদ্ধিমান ও সুসংগঠক ব্যক্তির অবর্তমানে আহমদীয়া জামা'ত বিরুদ্ধবাদীদের হট্টগোলকে সামাল দিতে পারবে না এবং তাদের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে; কূটনৈতিক ভাষায়, উপযাচক সেজে অত্যন্ত কোমল ভাষায় তিনি এই পরামর্শ দিয়েছেন। এ ব্যক্তি বাহ্যত ভদ্র মানুষ ছিলেন; তিনি অত্যন্ত সরল সেজে শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে আহমদীদেরকে পরামর্শ দেন যে, মির্যা সাহেব তো এখন প্রয়াত, এখন কেউ তোমাদের আগলে রাখতে পারবে না; তাই আহমদীয়াত ছাড় এবং এসো, আমাদের দলে ভিড়ে যাও। কিন্তু তিনি জানতেন না, তার চোখ সেসব প্রতিশ্রুতির মহিমা দেখার যোগ্যতা রাখত না যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে করেছিলেন যে, আমি তোমার এবং তোমার প্রিয়জনদের সাথে আছি। এটি আল্লাহ্ তা'লা তাকে (আ.) ইলহাম করে বলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে (আ.) এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তার তিরোধানের পর তার খিলাফতের ধারাবাহিকতা শুরু হবে, আর যে অঙ্গীকার ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে– তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তিনি (আ.) স্পষ্ট করেছেন যে, নবীদের জামা'ত দ্বিতীয় কুদরতও প্রত্যক্ষ করে থাকে। এখানে নবীর উদাহরণ দিয়ে সেই সকল দুর্বল প্রকৃতির আহমদীদেরকেও উত্তর দেয়া হয়েছে যারা অনেক সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-

কে নবী বলতে ইতস্তত করে। এখানে তার উত্তরও চলে এসেছে, তিনি (আ.) স্বয়ং বলে দিয়েছেন যে, আমার জামা'ত নবীর জামা'ত আর আমি নবী। তিনি (আ.) বলেন, নবীদের জামা'ত দ্বিতীয় কুদরতকেও দেখে থাকে আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সৎকর্ম করবে তারাও তা দেখবে। সুতরাং তিনি (আ.) কুদরতে সানিয়া অব্যাহত থাকা সম্পর্কে বলেন,

খোদাতা'লা দুই প্রকারের কুদরত (তথা শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেন। প্রথমত স্বয়ং নবীদের মাধ্যমে তাঁর শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন। আর শক্তির অপর বিকাশ এরূপ সময়ে করেন যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তিশালী হয়ে ওঠে আর মনে করে যে, এখন (নবীর) কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে আর তাদের এ প্রত্যয়ও জন্মে যে, এখন জামা'ত ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমনকি জামা'তের লোকজনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তাদের কোমর ভেঙে যায় এবং অনেক দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়। তখন খোদাতা'লা দ্বিতীয়বার নিজ মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। সুতরাং যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে তারা খোদাতা'লার সেই নিদর্শন দেখতে পায় যেমনটি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)-এর সময় হয়েছিল। যখন মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুকে একটি অকালমৃত্যু মনে করা হয়েছিল; আর বহু মরুবাসী নির্বোধ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল এবং সাহাবীরাও শোকাভিভূত হয়ে উন্মাদপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। তখন খোদাতা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে দণ্ডায়মান করে পুনরায় নিজ শক্তিমত্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন আর ইসলামকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর প্রদত্ত সেই প্রতিশ্রুতি وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (সূরা নূর: ৫৬) অর্থাৎ, ভয়-ভীতির অবস্থার পর পুনরায় আমরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে দিব– পূর্ণ করেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন,

অতএব হে প্রিয়গণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'লার বিধান হচ্ছে, তিনি দুটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দুটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখাতে পারেন; সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত হয়ো না, আর তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত বা খোদার শক্তির দ্বিতীয় বিকাশ দেখাও আবশ্যক এবং তার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়, কেননা তা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। আর সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না, কিন্তু যখন আমি চলে যাব, তখন খোদা তা'লা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় কুদরতকে প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে; যেমনটি 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদাতা'লা বলেন, আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর জয়যুক্ত রাখব। সুতরাং তোমাদের ক্ষেত্রে আমার বিচ্ছেদ-দিবস উপস্থিত হওয়াও আবশ্যক, যেন এরপর সেই দিন আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির দিন। আমাদের খোদা সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তাঁর অঙ্গীকারকৃত সব কিছুই তোমাদেরকে দেখাবেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে যা

এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তবুও সেই সমস্ত বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত থাকা অবশ্যম্ভাবী, যার সম্বন্ধে খোদা তা'লা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরো কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশস্থল হবেন। অতএব, তোমরা খোদার কুদরতে সানীয়া তথা ঐশী শক্তির দ্বিতীয় বিকাশের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক।

অতএব আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তদনুযায়ী বিগত ১১৩ বছর যাবৎ আল্লাহ্ তা'লার কৃপাসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখছি। সেসব লোক, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর বলতো যে, এদের মাথা কেটে গেছে, এখন এদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, (তারা বলতো,) এখন এ (জামা'তকে) কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না- এ বিষয়ে আমি পূর্বেই কিছুটা আলোকপাত করেছিলাম। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) সম্পর্কে খিলাফতে সমাসীন হওয়ার পর 'কার্জন গেজেট' পত্রিকা লিখেছিল যে, এখন মির্যায়ীদের কাছে আর কী-ই বা অবশিষ্ট আছে! এখন তো তাদের মাথা কাটা গেছে। যে ব্যক্তি তাদের ইমাম নির্বাচিত হয়েছে, তার দ্বারা আর কিছুই হবে না। তবে হ্যাঁ, সে মসজিদে তোমাদেরকে কুরআন শুনাবে। অথচ ঐ সকল অন্ধজ্ঞানের অধিকারী লোকদের জানা নেই যে, এ মহান কাজ করার জন্যই তো হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ বংশধরদের মাঝ থেকে এক মহান রসূল আবির্ভূত হওয়ার দোয়া করেছিলেন আর এই হলো সেই মহান শরীয়ত, যা নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন আর এটিই সেই পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ ঐশী কিতাব- যা পঠন-পাঠনকারী ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হয়ে থাকে। এটি তো সেই কিতাব যার শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অবতীর্ণ হয়েছিলেন আর এই হলো সেই কাজ যে কাজের উদ্দেশ্যে খিলাফত ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যাহোক, তাদের এ কথা শুনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে আমার দোয়া থাকবে, এমনই যেন হয়; আমি যেন তোমাদেরকে কুরআন শুনাতে পারি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) এ কাজ করেছেন এবং অতি উত্তমভাবে করেছেন, কিন্তু জামা'তে ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা সৃষ্টি হবে আর জামাতের ঐক্য হারিয়ে যাবে মর্মে শত্রুদের যে ধারণা ছিল– তা দেখার সৌভাগ্য তাদের হয় নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) মুনাফিক এবং আঞ্জুমানের কতক হর্তাকর্তার নৈরাজ্যকে এত দৃঢ়ভাবে পদদলিত করেছেন যে, কারো কোন ধরনের অনিষ্ট সৃষ্টি করার দুঃসাহস হয় নি। তিনি (রা.) তাঁর খিলাফতে সমাসীন হবার পর প্রথম বক্তৃতায় বলেন,

তোমাদের প্রবণতা যেমনই হোক না কেন, এখন তোমাদেরকে অবশ্যই আমার আদেশ পালন করতে হবে। এরপর একদিন তিনি মসজিদে মুবারকে অত্যন্ত প্রতাপের সাথে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, তোমরা নিজেদের কর্ম দ্বারা আমাকে এতই দুঃখ দিয়েছ যে, আমি মসজিদের ঐ অংশেও দাঁড়াই নি যে অংশ তোমাদের নির্মিত, বরং আমি আমার মির্যার মসজিদে দাঁড়িয়েছি। অর্থাৎ মসজিদের সে অংশ যেটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রাথমিক যুগে বানানো হয়েছিল, তিনি সেখানেই দাঁড়ান, সেই অংশে দাঁড়ান নি যে অংশ পরবর্তীতে জামা'তের চাঁদায় সম্প্রসারণ করা হয়েছিল। তিনি (রা.) বলেন, আমি তো সেখানেও দাঁড়াই

নি, আমি তো মসজিদের সেই মূল অংশে দাঁড়িয়েছি যেটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে নির্মিত হয়েছিল অথবা তাঁর প্রারম্ভিক যুগে ছিল, পরবর্তীতে সম্প্রসারিত অংশ নয়। তিনি (রা.) আরো বলেন, আমার সিদ্ধান্ত হলো, জামা'ত এবং আঞ্জুমান উভয়ই খলীফার আজ্ঞাবহ এবং সেবক, অর্থাৎ আঞ্জুমান ও জামা'ত- উভয়ই সেবক। আঞ্জুমান হলো উপদেষ্টা। হ্যাঁ, উপদেষ্টা হিসেবে আঞ্জুমানের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় আর পরামর্শ গ্রহণ করাও আবশ্যকীয় বিষয়। একইসাথে তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি লিখেছে যে, খলীফার কাজ কেবল বয়আত নেয়া, প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হলো আঞ্জুমান, সে যেন তওবা করে। খোদা আমাকে অবগত করেছেন যে, যদি এ জামা'তের মাঝ থেকে কেউ তোমাকে পরিত্যাগ করে মুর্তাদ হয়ে যায় তবে আমি এর পরিবর্তে তোমাকে এক জামা'ত উপহার দিব। তিনি (রা.) আরো বলেন, বলা হয়- খলীফার কাজ কেবল নামায পড়ানো অথবা বিয়ে পড়ানো বা বয়আত নেয়া। এ কাজ তো এক মোল্লাও করতে পারে- এর জন্য কোন খলীফার প্রয়োজন নেই! আর আমি এমন বয়আতের ওপর থুতুও ফেলি না, এমন বয়আত নেয়া তো দূরের কথা। সুতরাং পূর্ণ আনুগত্য করা উচিত এবং খলীফার একটি নির্দেশকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়– এটিকেই বয়আত বলা হয়। অতএব এই বক্তৃতা যেখানে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করেছে সেখানে বিরূদ্ধবাদীদের মুখও বন্ধ করে দিয়েছে। যে ব্যক্তিকে তারা বৃদ্ধ ও দুর্বল মনে করত, তিনি যখন খোদার সাহায্যে কথা বলেন এমন মহিমার সাথে বলেন যে, সব ফেনার ন্যায় উবে যায়। যারা অহংকার করছিল- তারা নিজেদের মুখ লুকাতে আরম্ভ করল। জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্যরা নব-উদ্যমে বয়াতের অঙ্গীকার করল এবং জগদ্বাসী দেখেছে যে, জামা'ত কত অসাধারণভাবে উন্নতির পানে ধ্বাবমান হয়।

এরপর ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) ইন্তেকাল করেন তখন জামা'তের মাঝে আরেকবার ভুমিকম্পতুল্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন আঞ্জুমানের কর্মকর্তাগণ, যারা আঞ্জুমানকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মানাতে বদ্ধপরিকর ছিল আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর কারণে নীরব ছিল, তারা পুনরায় মাথা চাড়া দেয়। অনুরূপভাবে মুনাফেকরাও মাথা চাড়া দেয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য এবং সমর্থনের হাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খিলাফতের সুরক্ষা করে। আঞ্জুমানের কর্মকর্তাগণের ভয় ছিল, পাছে জামা'তের সদস্যগণ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করে, এ কারণে তারা অনেক অপপ্রয়াস চালায়, যেন (কেউ) খলীফা নির্বাচিত না হয়। কোনভাবে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও যেন এই বিষয়টি টলে যায়। হযরত মির্যা বশীরূদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, খলীফা অবশ্যই হতে হবে তবে এর সাথে এটিও আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, আমার খলীফা হওয়ার কোন আগ্রহ নেই। তোমরা যাকে ইচ্ছা খলীফা বানাও, আমি ও আমার পুরো বংশ স্বচ্ছ হৃদয়ে তার বয়আত করব। কিন্তু সেসব লোক, যারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করত এবং ভয়ও করত যে, সিদ্ধান্ত তার পক্ষেই হবে, যারা নিছক ক্ষমতালোভী ছিল, তারা এ কথা মেনে নেয় নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী হযরত মির্যা বশীরূদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) যখন বলেন, তোমরা নির্বাচন কর, আমি যেকোন ব্যক্তির হাতে বয়আত করতে প্রস্তুত আছি কিন্তু খলীফা

যে কোন মুল্যে হওয়া উচিত; তখন তারা কথা মানে নি। যাহোক, অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওসীয়্যত অনুযায়ী মু'মিনদের জামা'ত মসজিদে নূরে সমবেত হয়, যাদের সংখ্যা কম-বেশি প্রায় দুই হাজারের মতো হবে। সবাই হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবকে নিজেদের খলীফা নির্বাচিত করে আর মানুষজন একে অপরের মাথা টপকে বয়আতের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা লিখেছে যে, মনে হচ্ছিল যেন ফিরিশতারা মানুষকে ধরে ধরে আল্লাহ্ তা'লার এই বয়আতের নির্বাচনে নিয়ে আসছিল। পরিশেষে এসব দেখে আঞ্জুমানের কিছু বড় বড় হর্তাকর্তা আঞ্জুমানের সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে সেখান থেকে গা ঢাকা দেয়, কিন্তু জগদ্বাসী দেখেছে যে, কীভাবে আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা জামাত'কে দৃঢ়তা দান করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বাহান্ন বছরের খিলাফতকাল এর সাক্ষী যে, যেই যুবকের হাতে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের বাগডোর দিয়েছিলেন, কত দ্রুততার সাথে তিনি জামাত'কে নিয়ে উন্নতির ধাপ মাড়িয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। যারা আঞ্জুমানের ধন-ভাণ্ডার শুন্য রেখে চলে গিয়েছিল, তারা এ দাবি করত যে, কাদিয়ানে এখন খ্রিষ্টানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, আজ তাদের বংশধরেরা দেখছে যে, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আল্লাহ্ তা'লার যে সাহায্য ও সমর্থন রয়েছে তা খ্রিষ্টানদেরকে মুহাম্মদী মসীহ্র পতাকাতলে সমবেত দেখাচ্ছে; আমরা তো তা-ই দেখতে পাচ্ছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পৃথিবীর অসংখ্য দেশে মিশন খুলেছেন। আফ্রিকায় আহমদী মুবাল্লেগদের সামনে খ্রিষ্টান মুবাল্লেগদের দাঁড়ানোর সাহস পর্যন্ত হতো না। পরিশেষে তারা মানতে বাধ্য হয়েছে যে, খ্রিষ্ট-ধর্মের প্রসারে আহমদীয়াত একটি বড় বাধা আর এগুলো তাদের রিপোর্টেও উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা আমরা দেখি যে, কাদিয়ানের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র হোক বা তবলীগের ময়দান হোক, কিংবা হিজরতের সময় হোক সর্বক্ষেত্রে দৃঢ়প্রত্যয়ী এই খলীফা জামা'তরূপী জাহাজকে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছান এবং জামা'তকে সুরক্ষিত রাখেন। অবশেষে ঐশী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে তিনি যখন এ ধরাধাম থেকে বিদায় নেন তখন ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় কুদরতের তৃতীয় বিকাশ অর্থাৎ তৃতীয় খলীফাকে দাঁড় করান। পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের হাতে জামা'তের সদস্যদের সমবেত করেন আর পুনরায় জামা'ত উন্নতির সোপান মাড়াতে থাকে। আফ্রিকাতে স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আফ্রিকাতে আহমদীয়াতের পরিচিতির এক নতুন যুগ আরম্ভ হয়। সারা বিশ্বে আহমদীয়াতের পরিচিতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আফ্রিকার কতিপয় দেশে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের প্রথম সফর হয় যার অস্বাভাবিক ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার দেশসমূহে কোন খলীফার এটিই প্রথম সফর ছিল যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সরকার আহমদীদের বিরুদ্ধে এক কঠিন দমনপীড়নমূলক পদক্ষেপ নিয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে নন-মুসলিম হওয়ার আইন পাশ করে তখন খেলাফতরূপী ঢালের আড়ালে থেকে এই ভয়ানক আক্রমণ থেকেও জামা'ত সফলভাবে বেরিয়ে আসে এবং জামা'তের উন্নতি প্রতিহত করার শত্রুদের অপচেষ্টা বিফল ও ব্যর্থ হয়। শত্রুরা যেখানে জামা'তের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেয়ার কথা বলত, তাদের এই বাসনা মাটিতে মিশে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক

প্রাচুর্যের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত করেন। জামা'তের সদস্যদের যেখানে অর্থনৈতিকভাবে একেবারেই পঙ্গু করে দেয়া হয়েছিল বা যাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক প্রাচুর্যও দিয়েছেন এবং বহির্বিশ্বে বের হবার পথও উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অতএব, জার্মানী বা অন্যান্য স্থানে, যারা ১৯৭৪ সনের পর বহির্বিশ্বে এসেছেন এবং যারা আর্থিক প্রাচুর্যও পেয়েছেন, তাদের এসব কথা নিজেদের সন্তানসন্ততিকেও বলা উচিত যে, কীভাবে শত্রুরা অপচেষ্টা করেছিল আর এরপর খিলাফতের ছত্রছায়ায় কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন আর পূর্বের তুলনায় সহস্র সহস্র গুণ অধিক আর্থিক স্বচ্ছলতা দান করেছেন!

এরপর ১৯৮২ সনের জুন মাসে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসও আমাদের ছেড়ে চলে যান তখন আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর মাধ্যমে জামা'তের ভয়কে নিরাপত্তায় বদলে দেন। শত্রুরা তখন জামা'তের উন্নতি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা নব উদ্দমে আক্রমণের নীলনকশা প্রস্তুত করে এবং আহমদীয়া খিলাফতকে অকেজো অঙ্গ বানিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করে। শত্রুরা নিজেদের ধারণা অনুসারে জামা'তের শিরোচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার মহাপরিকল্পনা কী তা এই অজ্ঞ ও নির্বোধেরা জানে না। অস্বাভাবিক সাহায্য সমর্থনের সাথে আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পাকিস্তান থেকে হিজরত সম্পন্ন করান আর শত্রুরা অবাক তাকিয়ে থাকে। হিজরতের পর চতুর্থ খিলাফতের যুগে উন্নতির এক নব অধ্যায় সূচিত হয়; স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যুগ-খলীফার বাণী, আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী আহমদীদের ঘরে ঘরে এমনকি অ-আহমদীদের ঘরে ঘরে এবং দেশে দেশে পৌঁছা আরম্ভ হয়ে যায়; আর এভাবে তবলীগের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। অনেক দেশে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়, সেইসাথে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। পবিত্র কুরআনের প্রকাশনা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ আরম্ভ হয়ে যায়।

এরপর ঐশী নিয়তি অনুযায়ী ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ইন্তেকাল করেন। এটিও জামা'তের জন্য একটি বড় ধাক্কা ছিল আর শত্রুরা ধারণা করেছিল, আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এটি একটি মোক্ষম সুযোগ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আবারো জামা'তকে আগলে রাখেন এবং এমনভাবে আগলে রাখেন যে, বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরাও বলতে বাধ্য হয়েছে যে, যদিও আমরা তোমাদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা দেখছি যে, আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য তোমাদের সপক্ষে রয়েছে। খোদা তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য আমাদের সপক্ষে রয়েছে- একথা স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা মানতে প্রস্তুত নয়। মু'মিনদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন এবং ভয়ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দেন। ইসলামের ইতিহাসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে পঞ্চম খিলাফতকাল আরম্ভ হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খিলাফতে রাশেদা চার খলীফা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল আর তা ছিল মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে পঞ্চম খিলাফত কালের যে সূচনা হয় তা-ও মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীই হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পর যেভাবে ইসলামের ইতিহাসে বহু নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, এই পঞ্চম খিলাফতকালও তারই একটি অংশ। শত্রুরা মনে করত, এখন জামা'তের নেতৃত্ব ততটা দৃঢ় হাতে নেই, কিন্তু তারা জানেনা যে, প্রকৃত হাত তো খোদা তা'লার হাত হয়ে থাকে, আর এই হাত যার সমর্থনে এবং যার সাথে থাকে তাকে তিনি সবল বানিয়ে দেন। বর্তমানে শত্রুদের হিংসুক দৃষ্টি পূর্বের চেয়ে বেশি জামা'তের উন্নতি অবলোকন করছে। এই খিলাফতকালে জামা'তের পরিচিতি এবং গোটা জগতে এর বহিঃপ্রকাশ অভাবনীয় পন্থায় হয়েছে। প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তা অসাধারণভাবে ঘটেছে। আমি নিতান্ত দুর্বল একজন মানুষ এবং আমার কোন যোগ্যতার কারণে এই উন্নতি হচ্ছে না। পৃথিবীর বিভিন্ন সরকারের নীতি নির্ধারণকারীদের সামনে সংসদে জামা'ত যে পরিচিতি লাভ করছে, তা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত তাঁর প্রতিশ্রুতির সুবাদে হচ্ছে। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা হচ্ছে। প্রতিদিন আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপার দৃষ্টান্ত অবলোকন করছি। কুরআনের প্রচার ও প্রসার এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশের কাজ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এম.টি.এ.-র মাধ্যমে পৃথিবীর সকল দেশে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছাচ্ছে। প্রথমে একটি ভাষায় ছিল এবং চ্যানেলও একটি ছিল। বর্তমানে এম.টি.এ.-র ৮টি ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেল সারাবিশ্বে কাজ করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এম.টি.এ.-র স্টুডিও বানানো হয়েছে যেখান থেকে এম.টি.এ.-র অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হচ্ছে। এখন কেবল একটি স্থানে নয়, বরং বেশ কয়েকটি স্থানে স্টুডিও তৈরি হয়েছে। আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের বেশ কয়েকটি স্থানে স্টুডিও তৈরি হয়েছে। আমরা যদি আমাদের সামর্থ্যের কথা চিন্তা করি তবে এটি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও ইসলামের প্রকৃত বাণী সারাবিশ্বে পৌঁছাচ্ছে। একদিকে যেখানে পাকিস্তান সরকার জামা'তের ওপর বিভিন্নভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, সেখানে পৃথিবীর অন্য দেশগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার একটি নতুন মাধ্যম আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দিয়েছেন যা কোভিড মহামারির কারণে সামনে এসেছে। অনলাইন মুলাকাত কিংবা ভার্চুয়াল মুলাকাতের মাধ্যমে মিটিং হচ্ছে, আমার সাথে সাক্ষাৎও হচ্ছে, যার ফলে জামা'তের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জামা'তের সদস্যরা সরাসরি যুগ-খলীফার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা নিচ্ছে। আমি এখানে লন্ডন থেকে কখনো আফ্রিকার কোন দেশের সাথে, কখনো ইন্দোনেশিয়ার সাথে, কখনো অস্ট্রেলিয়া কিংবা আমেরিকার সাথে সাক্ষাৎ করি, যার সবই আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ। অতএব আমাদের কখনো এটি ভুলে যাওয়া উচিত নয়, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের যে দৃশ্য দেখাচ্ছেন এবং খিলাফতরূপী যে পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, আমাদেরকে সর্বদা একারণে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে যাতে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত আমরা এই নিয়ামতের কল্যাণ থেকে লাভবান হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ জামা'তের উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু আমরা যদি এ থেকে কল্যাণ লাভ করতে চাই তবে নিজেদের ভূমিকাও আমাদেরকে পালন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে অবনত হতে হবে। খিলাফতরূপী নিয়ামতের

কৃতজ্ঞতা আমাদের প্রতিটি কথায় ও কাজে প্রকাশ পাওয়া জরুরী। খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের অঙ্গীকার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রক্ষাকল্পে যে কোন কুরবানীর জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তবেই আমরা কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশধরদেরকে খিলাফতের অনুগত বানানোর দায়িত্ব পালন করতে পারব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মধ্য থেকে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও কল্যাণের উত্তরাধিকারী হবার নিশ্চয়তা দিয়েছেন যারা ঈমানে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকে সর্ব প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবে। যেমন তিনি (আ.) বলেন,

খোদা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন, এটা কখনো মনে করবে না। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা ভূমিতে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেন, এ বীজ (সংখ্যায়) বৃদ্ধি পাবে, ফুল দেবে, প্রত্যেক দিকে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করবে এবং এক মহা মহিরুহে পরিণত হবে। সুতরাং কল্যাণমণ্ডিত তারা, যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং অন্তবর্তীকালীন বিপদাবলীকে ভয় করে না। কেননা বিপদাবলীর আগমনও আবশ্যক, যেন খোদা তোমাদের পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মাঝে কে নিজ বয়আতের দাবিতে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি কোন বিপদের সময় পদস্খলিত হবে সে খোদার কোন ক্ষতি করবে না, তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। তার জন্ম না হলেই তার জন্য ভালো ছিল। কিন্তু সেসব ব্যক্তি, যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে, তাদের ওপর বিপদাবলীর ভূমিকম্প আসবে, জাতি সমূহ তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে ও জগৎ তাদের প্রতি চরম ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবে, কিন্তু পরিশেষে তারা বিজয় লাভ করবে এবং আশিসের দ্বার সমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। খোদা তা'লা আমার জামা'তকে অবহিত করার জন্য আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, যারা ঈমান এনেছে, অর্থাৎ এমন ঈমান এনেছে যাতে পার্থিবতার কোন সংমিশ্রণ নেই আর সেই ঈমান কপটতা ও ভীরুতাদুষ্ট নয় এবং তা আজ্ঞানুবর্তিতার কোন স্তর থেকে বিবর্জিত নয়, এমন ব্যক্তিরা খোদার প্রিয়ভাজন। খোদাতা'লা বলেন, তাদের পদচারণাই সত্যের পদচারণা।

তিনি (আ.) আরো বলেন, ঐশী বাণী আমাকে সম্বোধন করে বলেছে, নানান দৈব দুর্বিপাক দেখা দিবে আর বহু বিপদাপদ ভূপৃষ্ঠে প্রকাশ পাবে। কোনটি আমার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হবে এবং কিছু আমার পরে প্রকাশিত হবে। তিনি এই সিলসিলাকে (জামা'তকে) পূর্ণ উন্নতি দান করবেন- কিছু আমার হাতে এবং কিছু আমার পরে।

সুতরাং ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এসব উন্নতি হবে। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে অবিচল রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে জামা'তের পূর্ণ উন্নতির দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকনের সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষার সৌভাগ্য দিন যেন আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার পূর্ণ হবার দৃশ্য আমরা আমাদের জীবনে দেখতে পাই। আমাদের ইবাদত, আমাদের নামায ও আমাদের কর্মসমূহ যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়। আমরা যেন খিলাফতের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারি এবং নিজ বংশধরদেরকেও এ বিষয়ে অবগত করতে পারি, যেন কেয়ামত পর্যন্ত আমাদের বংশধরগণ এ নেয়ামত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে থাকে।

আজও আমি দোয়ার কথা বলতে চাই, পাকিস্তানের আহমদীদেরও দোয়ায় স্মরণ রাখুন, নির্যাতিত আহমদীরা যেখানকারই হোক না কেন, তাদেরকে দোয়াতে স্মরণ রাখুন।

নির্যাতিত মুসলমানদেরকে, তারা ফিলিস্তিন বা যে স্থানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে দোয়াতে স্মরণ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা সবার সমস্যা দূর করুন এবং সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। সব আহমদী যেন প্রকৃত রূপে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা পালন করতে পারে এবং সত্যিকার আহমদী হতে পারে। সেসব মুসলমান, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এখনো চিনতে পারেনি, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাঁকে চেনার ও তাঁর বয়আত করার সৌভাগ্য দান করুন। সমগ্র পৃথিবীতে আমরা যেন যথাশীঘ্র ইসলামের পতাকা এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পতাকা উড্ডীন হতে দেখি এবং পৃথিবীর সর্বত্র তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)